যায়যায়দিন

তারিখ 27 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ইবির ভর্তি পরীক্ষার সিস্টেম ফের পাল্টাচ্ছে আবারো সেই মান্ধাতা আমলের প্রক্রিয়া

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী ইউনিভার্সিটির অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ধরনে হঠাৎ করে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন) থেকে সরে গিয়ে কয়েকটি ইউনিট আবার পুরনো আমলের সেই হাতে লেখা পদ্ধতি চালু করছে। কর্তৃপক্ষের এ হঠকারী সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়ছে হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। এদিকে আগের মতো এবারো বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, জটিলতা আর ফরম বিক্রির কোটি টাকা ভাগাভাগির সব পথ খোলা রেখেই ভর্তি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশের অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এমসিকিউ পদ্ধতিতে। ইবিতেও বেশ কয়েক বছর ধরে ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ আকারে হলেও উত্তরপত্র ওএমআর পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় না। এবার সেই এমসিকিউ পদ্ধতি থেকেও সরে এসেছে কয়েকটি ইউনিট। এসব ইউনিটের অধিভুক্ত এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষকের বিরোধিতার কারণে মান্ধাতা আমলের সেই হাতে উত্তরপত্র লেখার পদ্ধতিতে এবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় উত্তরপত্রে প্রার্থীর রোল নাম্বার উল্লেখ থাকে। এতে করে কোনো শিক্ষকের কাছে যদি তার পরিচিত প্রার্থীর উত্তরপত্র পড়ে তাহলে ওই শিক্ষক তাকে অতিরিক্ত নাম্বার দিয়ে চান্স পাইয়ে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ অতিরিক্ত অর্থও গ্রহণ করেন বলে অভিযোগ আছে। এ পদ্ধতির আরেকটি সমস্যা হলো এতে ফল প্রকাশ করতে বেশি সময় লাগে।

উল্লেখ্য, গত বছর ভর্তি পরীক্ষার আগে ওএমআর পদ্ধতি চালুর দাবিতে শতাধিক শিক্ষকসহ সবকটি ছাত্র সংগঠন একযোগে আন্দোলন করে। তখন সময়স্বল্পতার অজুহাত দেখিয়ে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম পরের বছর থেকে ওএমআর পদ্ধতি চালুর প্রতিশ্রুতি দেন। অবশ্য গত বছর শুধু 'ক' ইউনিট কর্তৃপক্ষ ওএমআর পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে পরীক্ষার দিনেই ফলাফল প্রকাশ করে। এ বছরও ভর্তি ফরম বিক্রি শুরুর আগে ভর্তি পরীক্ষা কমিটি সব কটি ইউনিটের পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়।

কিন্তু এবার শুধু 'ক', 'খ' ও 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে 'গ' ইউনিটভুক্ত শিক্ষকরা ভর্তি নির্দেশিকায় এমসিকিউ-এর উল্লেখ করলেও মুখে অবজেকটিভ আকারে লিখিত পরীক্ষা নেয়ার পক্ষে বেশি মত দিচ্ছেন। এছাড়া 'ঘ', 'ঙ', 'চ' ও 'ছ' ইউনিটের শিক্ষকরা ভর্তি নির্দেশিকায় পরীক্ষার কোনো ধরন উল্লেখ করেননি। এসব ইউনিটের শিক্ষকরা বলছেন তারা অবজেকটিভ আকারে লিখিত পরীক্ষা নেবেন।

এদিকে লিখিত অবজেকটিভ আকারে পরীক্ষার কথা শুনে বিপাকে পড়েছেন ভর্তিচ্ছুরা। এ ব্যাপারে কয়েকজন ভর্তিচ্ছুর সঙ্গে কথা বললে তারা বলেন, 'কর্তৃপক্ষ যদি এভাবে পরীক্ষা নেবেন তাহলে ভর্তি নির্দেশিকায় তা কেন উল্লেখ করেননি। কয়েকটি ইউনিটের ভর্তি নির্দেশিকায় এমসিকিউর কথা উল্লেখ থাকায় এবং গত বছর এমসিকিউ আকারে পরীক্ষা হওয়ায় আমরা এ বছর সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।' যদি এ কথা আগে বলতেন তাহলে আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে পারতাম।' এ ব্যাপারে 'ঘ', 'ঙ', 'চ' ও 'ছ' ইউনিটের সমন্বয়কদের সঙ্গে কথা বললে তারা যায়যায়দিনকে বলেন, 'আমরা চাই ভালো শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হোক। প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষাই উত্তম, আমরা সে দিকেই যাচ্ছি এবং সেভাবেই হবে।'